দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 22 OCT 1998 ..
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩.....

মাদ্রাসা বোর্ডে ইউনিয়ন নেতাদের ডাকাতি

মাদ্রাসা বোর্ডের কর্মচারী ইউনিয়নের নেতারা বন্যার অজুহাত দেখিয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যানকে ধমকিয়ে বোর্ডের ৮ লাখ টাকা নিয়ে গেছে। গত ৭ই সেপ্টেম্বর বোর্ডের কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ১০ জন নেতা চেয়ারম্যানের রুমে ঢুকে প্রতি কর্মচারীর জন্য ১০ হাজার টাকা করে অনুদান দাবি করেন এবং ৯ই সেপ্টেম্বর চেয়ারম্যানের কাছ থেকে ৮ লাখ ১৬ হাজার টাকার চেক সই করিয়ে নেন। ইউনিয়নের নেতারা সংবাদ–এর প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন বোর্ডের ১৩৬ জন কর্মকর্তা–কর্মচারীর মধ্যে টাকা ভাগাভাগি করে দেয়া হয়েছে।

বন্যার জন্য সরকারি কর্মচারীদের সাহায্য, ঋণ; অনুদান বা অগ্রিম দেয়ার কোন সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেনি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও মাদ্রাসা বোর্ডের কর্মচারীদেরকে বন্যার জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ করেনি। এমনকি বোর্ডের চেয়ারম্যানও সিদ্ধান্ত নেননি কোন অর্থ বরাদ্দের। যেভাবে ইউনিয়নের নেতারা জোর করে চেয়ারম্যানের কাছ থেকে চেক সই করিয়ে নিয়েছেন একে স্রেফ ডাকাতি বলে অভিহিত করা যায়। ইউনিয়ন নেতারা নানা রকম দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকেন বলে শোনা যায়। এখন দেখা যাচ্ছে প্রকাশ্য লুটপাটেও তারা সমান দক্ষ।

সবচেয়ে অবাক কান্ড হচ্ছে মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যানের মামলা না করাটা। তিনি জানিয়েছেন ভয়ে নাকি মামলা করেননি। প্রথমত কর্মচারী ইউনিয়নের নেতাদের দাবি এবং চেক সই করিয়ে নেয়াটা যে বেআইনি এটা তিনি ভালো করেই জানেন। এও জানেন যে সরকারি অর্থ এইভাবে দেয়ার কোন এখতিয়ার তার নেই। অথচ চেক সই করে তিনি শুধু মন্ত্রণালয়কে জানিয়েই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য শেষ করেছেন এটা ঠিক হয়নি। সুতরাং কর্মচারী ইউনিয়নের পাশাপাশি তিনি নিজেও লুটপাটের সহায়তাকারী হয়ে গেলেন এটা কি তিনি অস্বীকার করতে পারবেন?

ঘটনা ঘটেছে গত সেপ্টেম্বরের প্রথমেই। এখন পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে কোন তৎপরতা দেখাননি। কবে দেখাবেন বা আদৌ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি না শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে আমাদের প্রশ্ন।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে কর্মচারীদের দৌরাত্ম্য যেভাবে দিন দিন বাড়ছে এর শেষ কোথায়? এভাবে কি কোন ক্ষেত্রে কোন প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে চলতে পারবে? প্রথম প্রথম ইউনিয়নের নেতারা যখন ছোট খাট অনিয়ম করতো তখন সেগুলোকে উপেক্ষা করা হয়েছে। কচু গাছ কাটতে কাটতে লোকে নাকি মানুষ কাটতে শুরু করে– এমন একটি কথা প্রচলিত আছে আমাদের দেশে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ইউনিয়নের নেতারা ছোটখাট অনিয়ম থেকে এখন প্রকাশ্যে ডাকাতি করতে শুরু করেছে। এখনো যদি দমন করা না যায় একদিন আসবে যখন ইউনিয়নের নেতাদের ভয়ে শুধু চেক লেখা নয় হয়তো গোটা দপ্তরটাই লিখে দিতে হবে।